



## 131475 - কুফর শব্দাবলী উচ্চারণের ফলে কী আরোপিত হয়?

### প্রশ্ন

আমরা একদল যুবক গতকাল দাবা খেলেছিলাম। তারা আমার বাসায় ছিল। একবার এক ভুলের প্রকেষতিতে এক যুবক বলল: যদি আসমান থেকে আল্লাহ হারি হয় এবং এখানে নামে তদুপরি তুমি চালটা দবি না। যদি স্বয়ং আল্লাহ আসনে তদুপরি তুমি এ চালটা দবি না। তখন আমি উঠে গেলোম এবং বললাম: ওহে অমুক! তুমি এ ধরণের কথা বলা হারাম। তখন সে এ কথাটি আরও কয়েকবার বলল। আমি বললাম: যহেতে তুমি এ কথা বলার ব্যাপারে নাছোড়বান্দা; তাহলে দ্বিতীয়বার তুমি আমার বাসায় আসবে না। সে ঠিকি আছে বলে আমার বাসা থেকে বের হয়ে গলে। তখন যুবকরো আমাকে বলল: তোমার আচরণটি সঠিকি হয়নি। লোকটা যহেতে তোমার বাসায় তাই তোমার উচতি ছিল না তার সাথে এইভাবে আচরণ করা। কিন্তু আমার গাইরত ছিল আল্লাহর জন্য। প্রশ্ন হলো: আল্লাহর সাথে তাচ্ছলিয শুনও আমি যা করছে এমনটিনা করা কি আমার জন্য জায়যে? কেবেল আমি অন্তর দিয়ে ঘৃণা করব; যা ঈমানেরে দূর্বলতম অধ্যায়। যবে ব্যক্তি কুফর শব্দ উচ্চারণ করছে এবং এ ক্ষতেরে সে নাছোড়বান্দা এর হুকুম কী? আমার আচরণেরে ব্যাপারে আপনাদেরে অভিমিত কী?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আপনার বন্ধু যবে কথাটি বলছে সেটি জঘন্য একটি কথা। কোন মুসলমিরে পক্ষ থেকে এমন কথা প্রকাশ পাওয়া সঠিকি নয়। এমন কথা আল্লাহর সাথে কুফরি; যহেতে এতে আল্লাহকে অপমান করা ও তাচ্ছলিয করা অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা তাকে এবং এই দুনিয়ার সবকিছু নড়াতে সক্ষম এবং তাকে এবং সব মানুষকে ধ্বংস করতে সক্ষম 'কুন' শব্দরে মাধ্যমে। আল্লাহ তাআলা বলেন: "তঁর ব্যাপারটি এমন তিনি যখন কোনও কছির ইচ্ছা করেনে বলেনে: 'কুন' (হও); ফলে তা হয়ে যায়।" [সূরা ইয়াসীন, আয়াত: ৮২]

তিনি আরও বলেন: "আর তারা আল্লাহকে যথাযোগ্য মর্যাদা দয়েনি। অথচ কয়িমতরে দনি সমস্ত যমীন তাঁর হাতরে মুঠোয় থাকবে এবং আসমানসমূহ তাঁর ডান হাতে ভাঁজ- করা অবস্থায় থাকবে। পবত্রির ও মহান তিনি। তারা তাঁর সাথে যা কছির শরীক করে তিনি তার উর্ধবে।" [সূরা যুমার, আয়াত: ৬৭]

তিনি আরও বলেন: "যারা বলে: 'আল্লাহ তও মারয়িমেরে পুত্র মাসীহ' তারা অবশ্যই কুফরী করছে। বলুন: 'তাহলে আল্লাহ যদি



মারিয়ামের পুত্র মসীহ ও তাঁর মাকে এবং পৃথিবীতে যারা আছে তাদের সকলকে ধ্বংস করতে চান তাহলে কে আছে যে আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করার ক্ষমতা রাখবে? আসমান-জমনি ও তার মধ্যবর্তী সবকিছুর কর্তৃত্ব আল্লাহরই। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন। আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম। [সূরা মায়িদা, আয়াত: ১৭]

তিনি আরও বলেন: ‘আর আপনি তাদেরকে প্রশ্ন করলে তারা বলবে: আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও খলে-তামাশা করছিলাম’।  
বলুন: ‘তোমরা কি আল্লাহ ও তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে ঠাট্টা-বদ্বিরূপ করছলি?’ [সূরা তাওবা, আয়াত: ৬৫-৬৬]

দুই:

এ কথা উচ্চারণকারীর উপর আল্লাহর কাছে তাওবা করা ও ঈমান নবায়ন করা আবশ্যিক। তাকে দুই সাক্ষ্যবাণী উচ্চারণ করতে হবে এবং আল্লাহর মহত্ব, মর্যাদা ও গৌরবের স্বীকৃতি দিতে হবে। যদি সে ব্যক্তি নাছোড়বান্দা হয়ে এই কথা বলে যায় এবং তাওবা না করে তাহলে সে কাফরে, ইসলাম ত্যাগকারী মুরতাদ।

তিনি:

আমরা মনে করি না যে, আপনি আপনার আচরণে কোন ভুল করছেন। কারণ মুনকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা ওয়াজবি। আর সবচেয়ে জঘন্য মুনকার হচ্ছে: আল্লাহকে গালি দেয়া এবং তাঁর সাথে তাচ্ছলি্য করা। সুতরাং যে ব্যক্তি এ ধরণে কথা শুনছে এবং সে এর প্রতিবাদ করতে সক্ষম; তার জন্য চুপ থাকা জায়গে নয়। বরং তার উপর ওয়াজবি তার সাধ্যানুযায়ী হাত দিয়ে বা মুখ দিয়ে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্তর দিয়ে প্রতিবাদ করা কেবল ঐ ব্যক্তির জন্য জায়গে করছেন যে ব্যক্তি হাত কথিবা মুখ দিয়ে প্রতিবাদ করতে অক্ষম। যমেনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীতে এসেছে: ‘তোমাদের মধ্যে যে কেউ কোন মুনকার দেখে তার উচিত এটাকে হাত দিয়ে পরবির্তন করে। যদি তা না পারে তাহলে মুখ দিয়ে পরবির্তন করা। আর যদি সটোও না পারে তাহলে অন্তর দিয়ে। এটি ঈমানের দুর্বলতম অবস্থা। [সহিহ মুসলিম (৪৯)]

আপনার বন্ধুদের উচিত ছিল এই বাতলি কথা ও স্পষ্ট কুফরীর প্রতিবাদ করা। কিন্তু অন্তরে আল্লাহর মহত্বের কমতির কারণে আল্লাহকে গালি দেয়া ও আল্লাহর সাথে কুফরী করা তাদের কাছে মামুলি মনে হয়েছে।

হ্যাঁ, হতে পারে আপনি তাকে বাসা থেকে তাড়িয়ে না দেয়াটা হয়তো উত্তম ছিল; যাতো করে আপনি নিজেকে তার সাথে উত্তম উপায়ে বতিরক করার সুযোগ দিতে পারতেন এবং তাকে তাওবা করা, অনুতপ্ত হওয়া ও ইস্তিগফারের দিকে আহ্বান জানাতো পারতেন।

কিন্তু আপনার বন্ধু যে অপরাধ করেছে সটোর সম্মুখে এই ভুল কিছুই না। কভিবে আপনার বন্ধুরা ছোট ভুলের প্রতিবাদ করতে পারে; আর বড় অন্যায়ের ব্যাপারে চুপ থাকতে পারে?



চার:

দাবা খলো যদি নামায বা অন্য কোন ওয়াজবি আমল থেকে বরিত রাখতে কথিবা মথিয়া বলা, গালি-গালাজ করা ইত্যাদি অন্য কোন হারাম এতে অন্তর্ভুক্ত থাকে তাহলে আলমেদরে সর্বসম্মতক্রমে এটি হারাম।

আর যদি এটি কোন ওয়াজবি থেকে ব্যক্তকি বরিত রাখতে না এবং এর সাথে অন্য কোন হারাম সংঘটিত হয় না; সক্ষেত্রে এর হুকুম নিয়ে মতভেদে রয়েছে। হানাফি, মালকি ও হাম্বলি এবং কিছু শাফয়ে আলমে তথা জমহুর ফুকাহার দৃষ্টিতে এটি হারাম। সাহাবায়েরোম এই ফতোয়াই দতিনে। বসিতারতি 14095 নং ফতোয়াতে দেখুন। আরও লক্ষ্য করুন: কভিবে দাবা খলো ব্যক্তকি কুফররে দকি টেনে নিয়ে গেছে। আল্লাহর কাছই আমাদের আশ্রয়।

আপনাদরে উপর আবশ্যক হলো: এই খলো ছড়ে দয়ো। আল্লাহর কাছ তাওবা করা। আমরা আল্লাহর কাছ আমাদের জন্য ও আপনাদরে জন্য তাওফকিরে প্রার্থনা করছি।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।